গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

করোনাভাইরাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জাহিদ মালেক, এমপি মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	BCPS মিলনায়তন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা
সভার তারিখ	:	০৬-০৪-২০২০ খ্রিঃ
সভার সময়	:	সকাল ১১.০০ টা
উপস্থিতি	:	উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশ করা হলো।

১.১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, করোনাভাইরাস প্রতিরোধ ও বিস্তার রোধে বিভিন্ন সময় সভা করা হয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রস্তুতি কিভাবে এ সেবাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেয়া যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি। সচিব, আরো বলেন সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে দেশের সকল হাসপাতালে বেড প্রস্তুতকরণ, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সমন্বয় করতে হবে। প্রয়োজনীয় জনবল ও বেড প্রস্তুতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি মাননীয় মন্ত্রীকে সভায় দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ করেন।

১.২. মাননীয় মন্ত্রী, বিএমএ, স্বাচিপ, বাংলাদেশ মেডিসিন সোসাইটি, আইন শৃংঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ, র‍্যাব ও সেনাবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান। অতঃপর তিনি বলেন, গত ৭ জানুয়ারি প্রথম সভা করে প্রস্তুতি শুরু করা হয়। জাতীয় কমিটিসহ ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ০৭ টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটি সভা করছে, সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ও বাস্তবায়ন করছে। জেলা, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত তিন স্তরে প্রতিরোধ, বিস্তার রোধ এবং আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইইডিসিআর এ করোনা কন্ট্রোল সেন্টার খোলা হয়েছে। জনবল, প্রশিক্ষণ, কিটস, পিপিই'র ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সতর্কীকরণ প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। লকডাউন পুরোপুরিভাবে কার্যকর করে জনসমাগম একেবারেই শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসতে হবে। প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক, চেম্বারে পূর্বের ন্যায় চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখতে হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হলে রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ই উপকৃত হবেন। কিন্তু টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে সবার চিকিৎসা প্রদান সম্ভব নয়। ডাক্তারদের প্রনোদনার বিষয়ে উর্ধ্বতন সকলকে অবহিত করেছেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, যে প্রক্রিয়ায় ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে তার অনেকগুলোতে নিয়ম মানা হচ্ছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭২,৭৫০ কোটি টাকার যে প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষনা করেছেন তাতে দেশের অর্থনীতিসহ সকল সেক্টর গতিশীল থাকবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেবা কার্যক্রম যেন কোন ক্রমেই ব্যাহত না হয় সেজন্য সকলের সহযোগীতা কামনা করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে উপস্থিত সকলের মতামত আহবান করেন।

১.৩. সভাপতি, বিএমএ তাঁর বক্তব্যে সভাকে জানান যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শুরু থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছে। পিপিই এবং কীটস এর সংকট নেই। ৬৪ টি জেলায় বিএমএর মাধ্যমে চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিএমএ'র পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগীতা অব্যাহত থাকবে মর্মে আশ্বস্ত করেন। তিনি চিকিৎসকদের জন্য প্রণোদনা দেয়া যায় কিনা; সে বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী-কে অনুরোধ করেন। তিনি বর্তমানে সমন্বিত প্রচেষ্টা ও মনিটরিং কার্যক্রম আরো জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১.৪.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ তাঁর বক্তব্যে জানান যে, করোনার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালের সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, সরকারি হাসপাতালে ভাইরোলজিষ্ট কিংবা মাইক্রোবায়োলজিষ্ট চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। এ অভাব মেটাতে বিসিপিএস, বিএমএ এবং প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হতে ভাইরোলজিষ্ট কিংবা মাইক্রোবায়োলজিষ্ট চিকিৎসক নিয়োজিতকরণের অনুরোধ করেন।

১.৫.	সভাপতি, স্বাচিপ তাঁর বক্তব্যে সভাকে অবহিত করেন যে, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ জ্যামিতিক হারে বাড়ছে এবং মৃত্যুহার আক্রান্তের প্রায় ৫%। চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষনা করা প্রয়োজন। সকল পেশাজিবি সংগঠন সরকারকে সহযোগীতা করছে এবং এ সহোযোগীতা অব্যাহত থাকবে মর্মে সভাকে আশ্বস্থ করেন।

১.৬.	প্রেসিডেন্ট বিসিপিএস তাঁর বক্তব্যে জানান যে, চীন, ইতালি, স্পেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন ভুলের কারণে নানাভাবে খেসারত দিচ্ছে। প্রাইভেট প্রাকটিস চালু হলে করোনাভাইরাস এর ব্যাপ্তি ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ডাক্তাররা আক্রান্ত হয়ে লকডাউনে গেলে দেশের অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রাইভেট হাসপাতালের আউটডোর ও ইমার্জেন্সী খোলা আছে। ইমার্জেন্সী খোলা রেখে চিকিৎসা সেবা দেয়া অবশ্যই অব্যহত রাখতে হবে।

১.৭.	ডাঃ জামাল উদ্দিন, মহাসচিব বিপিএমপিএ বলেন, আইসোলেশন পরে ১৪ দিন পার হবার পর নতুন করে ৩ জন করোনা পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। যারা সার্ভিস দিচ্ছে তাদের সুরক্ষা ও অন্যান্য সাপোর্ট দিতে হবে। যেহেতু টেস্ট পর্যাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে না সেহেতু রোগীর সঠিক সংখ্যা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

১.৮.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাঁর বক্তব্যে সভাকে জানান যে, ১৮-২০ মাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কারণ ১৮ মাসের পূর্বে ভ্যাকসিন আসার কোন সম্ভাবনা নেই। হাসপাতালে আগত অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা সেবা পূর্বের মতোই করতে হবে। সুতরাং প্রাইভেট প্রাকটিস একেবারে বন্ধ করা ঠিক হবে না। সকল করোনা রোগীই সরকারের রোগী উল্লেখ করে তিনি বলেন, বেসরকারি হাসপাতাল যদি বিনামূল্যে এ সেবা দেয় তাহলে পিপিইসহ সকল সরঞ্জামাদি বিনামূল্যে তাদের সরবরাহ করা যেতে পারে। সংক্রমনের হার অবশ্যই কমাতে হবে। এছাড়া ডাক্তারদের জন্য প্রণোদনা ঘোষনার পক্ষে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

১.৯.	সভায় অন্যান্যের মধ্যে মহাসচিব, বিএমএ, সভাপতি বেসিক মেডিসিন এবং মহাসচিব, স্বাচিপ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

২.	বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার অবশ্যই চালু রাখতে হবে	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন।
২	অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রাইভেট প্রাকটিস যথাসম্ভব চালু রাখা যেতে পারে	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বি.এম.এ ও স্বাচিপ।
৩	মাঠ পর্যায়সহ সকলস্তরে ডাক্তার/নার্সদের সাথে সমন্বয় জোরদার করতে হবে ও উৎসাহ প্রদান করতে হবে	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফ অধিদপ্তর।
৪	সকল প্রক্রিয়ায় যথাসম্ভব সংক্রমণ রোধ করার চেষ্টা করতে হবে	সংশ্লিষ্ট সকল।
৫	ক্রিটিক্যাল রোগীদের চিকিৎসা সেবা কোনভাবেই ব্যাহত করা যাবে না	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ।
৬	করোনা রোগীদের চিকিৎসার সাথে জড়িত সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রণোদনার আওতায় আনার সুপারিশ করা যেতে পারে;	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ।
৭	মাঠ পর্যায়ে সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদানে সকল পেশাজীবি সংগঠনকে সহযোগীতা করতে হবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বি.এম.এ ও স্বাচিপ।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ১৩-০৪-২০২০ খ্রিঃ
(জাহিদ মালেক, এমপি)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৬০.৯৯.০০২.২০-২৯০ তারিখঃ ১৫-০৪-২০২০খ্রিঃ

<u>অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) সদয় অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ</u>

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(৩) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
(৪) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/বিশ্বস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(৫) প্রেসিডেন্ট, BCPS, মহাখালী, ঢাকা।
(৬) যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(৭) পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ/সিডিসি/আইইডিসিআর/এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
(৮) পরিচালক, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, তেজগাঁও, ঢাকা।
(৯) সভাপতি/ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন/স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ/সোসাইটি অব মেডিসিন/বাংলাদেশ সোসাইটি অব সার্জারী/অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ/বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিকস এন্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন/বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ওনার্স এসোসিয়েশন/বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন/বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন।
(১০) মহাসচিব/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন/স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ/সোসাইটি অব মেডিসিন/বাংলাদেশ সোসাইটি অব সার্জারী/অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ/বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিকস এন্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোশিয়েশন/বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ওনার্স এসোশিয়েশন/বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন/বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোশিয়েশন।
(১১) লাইন ডাইরেক্টর, হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট/কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার, মহাখালী, ঢাকা।

১৫/৪/২০২০

(মোঃ আবু রায়হান মিঞা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯

<u>অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য</u>

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাঁকে কার্যবিবরণীটি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (সকল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

D:\rom F\Minits\Minits.doc3